بسم الله الرحمن الرحيم

কানাডার টরন্টোস্থ বাইতুল ইসলাম মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর ১৪ অক্টোবর, ২০১৬ মোতাবেক ১৪ ঈখা, ১৩৯৫ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

আল্লাহ্ তা'লার অপার কৃপায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত কানাডার বার্ষিক জলসা গত সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং তাঁর কৃপা ও অনুগ্রহের নিদর্শন প্রদর্শনের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়েছে। এর জন্য আমরা খোদার দরবারে যতই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি না কেন, তা যথেষ্ট নয়। এটি খোদা তা'লারই অনুগ্রহ যে, সাধ্য, সামর্থ্য ও উপকরণ সীমিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি আমাদেরকে পৃথিবীর সর্বত্র জলসা করার তৌফিক দান করেন। আর শুধু খোদার কৃপা ও অনুগ্রহের ফলেই আমাদের জলসার ব্যবস্থপনাও মোটের উপর ভালো হয়ে থাকে। সংশ্লিষ্ট সব বিভাগের জন্য পেশাদার এবং দক্ষ মানুষ আমাদের কাছে নেই, যারা বিভিন্ন বিভাগে কাজ করে উন্নত মান প্রতিষ্ঠা করতে পারে। খোদ্দাম, আতফাল, আনসার, লাজনা এবং নাসেরাত সদস্যদের মধ্য থেকেই আমাদের স্বেচ্ছাসেবী হয়ে থাকেন। কর্মকর্তা এবং অধীনস্তরাও এদেরই মধ্য থেকে নিযুক্ত হয়। জাগতিক শিক্ষা-দীক্ষার দিক থেকে স্বল্পশিক্ষিত ব্যক্তিকেও অনেক সময় কর্মকর্তা নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু তখনো ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার অথবা পিএইচডি ডিগ্রীধারীরাও তার আনুগত্য করে। কেউ বলে না যে, আমি উচ্চশিক্ষিত বা আমি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের মাঝেই আমরা আনুগত্যের এই মান লক্ষ্য করি। তারা সার্বিকভাবে সহযোগিতা করে আর শুধু সহযোগিতাই নয়, বরং যেমনটি আমি পূর্বেই বলেছি, পরিপূর্ণ আনুগত্য করে এবং আনুগত্য প্রদর্শনের মাধ্যমে নিজেদের উপর অর্পিত সকল প্রকার দায়িত্ব ও কর্তব্য তারা পালন করে। এমন মনে হয়, যেন এই তিন দিনে বিশেষ করে প্রত্যেক দায়িত্ব পালনকারীর মন-মস্তিষ্ক থেকে জাগতিকতার চিন্তাভাবনা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয়ে গেছে। যেসব কর্মী এই সেবার জন্য নিজেদেরকে নিবেদন করে, তাদের মাথায় কেবল জলসা এবং নিঃস্বার্থভাবে কাজ করার চিন্তাই ঠাঁই পায়, যা চিন্তাধারার প্রবাহকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করে যে, তা মানুষের কর্মকে বানায় নিঃস্বার্থ আর তাকে বানায় বিনয়ী। অতএব, এটি মানবীয় কোন কাজ নয়। এটি শতভাগ খোদা তা'লার অনুগ্রহ এবং কৃপা। আর এটি যদি খোদার কৃপা না হতো, তাহলে যে প্রেরণা ও চেতনা নিয়ে সকল শিশু, যুবক, বৃদ্ধ, পুরুষ ও মহিলারা কাজ করেন, তা কখনোই সৃষ্টি হতো না। এসব কর্মীর অন্তরে আল্লাহ্ তা'লাই এই চেতনা সঞ্চারিত করেন যে, সকল প্রকার চিন্তা-চেতনা ও কামনা-বাসনার ঊর্ধ্বে উঠে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অতিথিদের সেবার জন্য তোমাদের নিজেদেরকে উপস্থাপন করতে হবে এবং কাজ করতে হবে আর শুধুমাত্র খোদার সন্তুষ্টি এবং মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অতিথিদের সেবা করাকেই দৃষ্টিতে রাখতে হবে।

অতএব, সর্বপ্রথম আমাদের উচিত, আল্লাহ্‌র দরবারে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা। কেননা, জামা'তকে এমন সেবক বাহিনী তিনিই দান করেছেন, যারা উচ্চ শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও নিঃস্বার্থভাবে কাজ করেন। তাদেরকে টয়লেট পরিষ্কার করতে বললে তা-ও করে, খাবার রান্না করতে বললে রান্না করে, খাওয়াতে বললে খাবার খাওয়ায়। এছাড়া নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করে, পার্কিংয়ের ক্ষেত্রে ডিউটি দেয়, অনুরূপভাবে অন্যান্য বিভাগেও তারা দায়িত্ব পালন করে। আর যেমনটি আমি পূর্বেই বলেছি, তারা সবাই নিঃস্বার্থভাবে কাজ করেন। শিশুরাও গভীর আগ্রহের সাথে নিজেদের দায়িত্ব পালন করে। জলসাস্থলে তারা যখন নীরবে এবং পরম আন্তরিকতার সাথে অতিথিদের পানি পান করায়, তখন অ-আহমদী অতিথিরা প্রভাবিত না হয়ে পারে না। তারা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করে, শিশুদের মাঝে সেবার এই প্রেরণা তোমরা কীভাবে সঞ্চার কর! পৃথিবীর বর্তমান পরিস্থিতিতে মুসলমানদের বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠী যেখানে মাদ্রাসাগামী শিশু ও যুবকদেরকে জিহাদের নামে বিভিন্ন ভ্রান্ত কাজ ও অন্যায়-

অবিচারের শিক্ষা দিচ্ছে এবং নৃশংসভাবে মানুষের প্রাণ হননের শিক্ষা দিচ্ছে আর জীবন ধ্বংসের পাঁয়তারা করছে, সেখানে আহমদীয়া জামা'তের শিশু ও যুবকেরা নিরবধি প্রাণ সঞ্চারী কাজ করছে। যখন ঐশী পানি পান করানোর এবং আধ্যাত্মিক খাবার খাওয়ানোর অধিবেশন বসে, তখন শিশু ও যুবারা জাগতিক পানি পান করানো এবং খাবার খাওয়ানোর দায়িত্বও পালন করে থাকে। আর এভাবে তারা সত্যিকার সেই জিহাদের অংশ হয়ে যায়, যা প্রাণ হরণের জন্য নয়, বরং প্রাণ সঞ্চারের জন্য করা হয়। অতএব, এ বিষয়ে অনেকেই তাদের মতামত প্রকাশ করে বলে, শিশুরা যখন প্রফুল্লচিত্তে এবং দায়িত্বের সাথে পানি পান করায়, তখন তাদের জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্নেহ ও ভালোবাসার উদ্রেক হয়। অতএব, এ জন্য আল্লাহ্ তা'লার দরবারে আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত আর একই সাথে যারা জলসায় অংশগ্রহণ করেন এবং জলসা শোনেন, তাদের সবারও সেসব কর্মীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত, যাদের অনেকেই জলসার সফল ব্যবস্থপনার জন্য জলসার অনেক পূর্ব থেকেই কাজ আরম্ভ করেন এবং পরে আবার জলসার জিনিসপত্র গুটানোর কাজেও সময় দিয়ে থাকেন। তারা তাদের ব্যক্তিগত কাজ এবং অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতির প্রতি কোন তোয়াক্কা করে না। এমন অনেকের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে, যারা আমাকে জানিয়েছেন, জলসার দায়িত্ব পালনের জন্য ছুটি না পাওয়ায় তারা চাকরিই ছেড়ে দিয়েছেন। এরা নিজেদের ঘুম এবং বিশ্রামকেও গুরুত্ব দেয় না। এক ধরণের ব্যাকুলতা নিয়ে এরা কাজ করে। অর্থাৎ, মাথায় এই চিন্তাই থাকে, আমাদের সেবা করতে হবে এবং জলসার ব্যবস্থাপনাকে যতটা সম্ভব উন্নত করার চেষ্টা করতে হবে। অতএব, জলসায় অংশগ্রহণকারীদের কিছু বলার পূর্বে আমি নিজে সকল কর্মী, শিশু, অতিথি, ছেলে, মেয়ে, পুরুষ ও মহিলাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে চাই, যারা স্বেচ্ছায় সেবাদানের প্রেরণা নিয়ে নিজেদেরকে উপস্থাপন করেছেন এবং সেবার এক গভীর প্রেরণা নিয়ে তুচ্ছাতিতুচ্ছ দায়িত্বও সানন্দে ও নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন। জলসার এ কাজ আসলে এক ধরণের নীরব তবলীগ হয়ে থাকে। বাহ্যত এসব কর্মী নীরবে কাজ করতে থাকেন, কিন্তু বাহিরে থেকে যেসব অতিথি আসেন, তাদের জন্য এটি তবলীগের ভূমিকা পালন করে এবং অনেকের হিদায়াতেরও কারণ হয়। যেমন, আমেরিকা থেকে আগত এক অ-আহমদী বন্ধু, যিনি একজন বাংলাদেশী, তিনি বাঙ্গালী আহমদীদের সাথে এখানে এসেছিলেন, তার নাম শহীদুর রহমান। তিনি বলেন, মোল্লাদের সাথে সারা জীবন তার তর্ক-বিতর্ক হয়েছে, এর ফলে তার সামনে যে ইসলাম উপস্থাপিত হয়েছে, তা তাকে সুন্নী মসজিদ থেকে দূরে ঠেলে দিয়েছে। ধর্মীয় উগ্রতার প্রতি তার চরম ঘৃণা ছিল। তার স্ত্রী একজন পুণ্যবতী মহিলা। তার স্ত্রী তাকে তাগিদ দিয়ে বলেছেন, আপনি আহমদীয়া জামা'তের জলসায় যান। আমেরিকা থেকে প্রায় ৯১জন বাঙ্গালী এসেছিলেন। এভাবে তিনি তার বাঙ্গালী বন্ধুদের সাথে এই জলসায় যোগ দেন এবং আহমদীয়া জামা'তের সদস্যদের সুশিক্ষা, আন্তরিকতা ও শ্রদ্ধাবোধ প্রত্যক্ষ করেন। তিনি বলেন, জলসায় অংশগ্রহণের পর পুনরায় আমি ইসলামের দিকে মুখ ফিরিয়েছি। জলসার শেষ দিন তিনি সকল মানুষের ভিড় থেকে পৃথক হয়ে একটি চেয়ারে বসেছিলেন আর ভিড়ের কারণে খাবার খেতে যেতে ভালো লাগছিল না। ইত্যবসরে একজন আহমদী যুবক তার কাছে আসে এবং তাকে খাবার ও পানি পরিবেশন করে। এরপর সেই যুবক তার খাবার শেষ হওয়ার অপেক্ষায় থাকে, যেন খাবার শেষে সেই পাত্রটি সে যথাস্থানে ফেলে দিতে পারে। এই ঘটনা তার উপর এমন সুগভীর প্রভাব বিস্তার করে যে, আমার সাথে সাক্ষাতের সময় তিনি আমাকে বলেছেন, তার উপর জলসা গভীর প্রভাব ফেলেছে আর অচিরেই তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করবেন, ইনশাআল্লাহ্ । অতএব, এভাবে জলসার মাধ্যমে তবলীগও হয়ে থাকে। কেবল এক যুবকের উন্নত চরিত্র এবং সামান্য সেবাই তার চিন্তাধারায় পরিবর্তন এনে দিয়েছে। আহমদী সেই যুবক হয়তো জানতও না, ইনি আহমদী, না অ-আহমদী। সে এক গভীর আন্তরিকতা নিয়ে সেবা করেছিল, কিন্তু এই সেবা সেই অ-আহমদীর জীবনে আধ্যাত্মিক পরিবর্তনের কারণ হয়েছে। অনুরূপভাবে, কতিপয় রাজনীতিবিদ এবং এ অঞ্চলে বসবাসকারী সাধারণ মানুষও মোটের উপর জামা'তের সেবামূলক কার্যক্রম সম্পর্কে জ্ঞাত আর তারা এটি স্বীকারও করে যে, প্রতিবারই জলসার ব্যবস্থাপনার একটি নিত্য-নতুন ইতিবাচক প্রভাব

তাদের উপরও পড়ে আর তা হল, এত বড় সমাবেশ, কিন্তু শান্তিপূর্ণভাবে মানুষ একসাথে বসে থাকে এবং কর্মীরাও নীরবে তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতে থাকে।

এখানের 'ওয়ান' পার্লামেন্টের একজন সাংসদ, ডেব শোল্টে সাহেব বলেন, বরাবরের মত আজও আমি গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছি। জলসায় ব্যাপক সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবীকে দেখা যায়, যারা জলসার কার্যক্রমকে অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করে। তিনি আরো বলেন, আমার ধারণা অনুসারে আজ এখানে ২৫ হাজারের অধিক মানুষ সমবেত হয়েছে আর এ দৃষ্টিকোণ থেকে এত সুশৃঙ্খলভাবে জলসা সম্পন্ন হওয়া এই স্বেচ্ছাসেবীদেরই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল। অতএব, মানুষের উপর এই স্বেচ্ছাসেবীদের গভীর প্রভাব পড়ে থাকে। এই দৃষ্টিকোণ থেকেও স্বেচ্ছাসেবীদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত। নিঃস্বার্থভাবে অতিথি সেবার পাশাপাশি তারা নীরব মুবাল্লিগের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে আহমদীয়াতের বাণীও প্রচার করেন। কাজেই, যেমনটি আমি পূর্বেই বলেছি, জলসায় অংশ নেয়া প্রত্যেকেরই উচিত তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া। সকল কর্মীর সেবার এই চেতনাকে আল্লাহ্ তা'লা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করতে থাকুন এবং তাদেরকে এই সেবার সর্বোত্তম প্রতিদানও দিন। আর তাদের এই সেবা যেন শুধু বাহ্যিক সেবাই না হয়, বরং তাদের ঈমান আর বিশ্বাসও যেন বৃদ্ধি পেতে থাকে আর তাদের কর্মও যেন ইসলামী শিক্ষা সম্মত সর্বোত্তম কর্ম হয়।

অনুরূপভাবে, এমটিএ-র কর্মীবাহিনীও রয়েছে। জলসায় অংশগ্রহণকারী অথবা কানাডার অধিবাসীদের মধ্যে যারা জলসায় যোগ দিতে পারেন নি, তাদের যেভাবে এদের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, একইভাবে সারা পৃথিবীতে বসবাসকারী আহমদীদেরও তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। এমটিএ-র অনেক কর্মী কানাডার স্থানীয় স্বেচ্ছসেবী, কিছু স্থানীয় নিয়মিত কর্মী এবং কিছু কেন্দ্রীয় কর্মী লন্ডন থেকে এসেছিল। তারা সবাই জলসার তিন দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে জলসার অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচারের ব্যবস্থা করেছেন। যেমনটি আমি বলেছি, লন্ডন থেকেও টীম এসেছিল। এর কারণ, যেখানেই আমি যাই, তারাও আমার সাথে যায়। ভাড়া করার পরিবর্তে এমটিএ-র কেন্দ্রীয় টীম একটি ডিশও এবার আপলিঙ্কের জন্য সাথে করে নিয়ে এসেছিল। ফলে অনেক উপকার হয়েছে এবং সময়ের দিক থেকেও আমরা স্বাধীন ছিলাম। কেননা, ভাড়ায় নিলে সময়ের বাধ্যবাধকতা থাকে আর সময় বেশি নিলে অতিরিক্ত মূল্যও পরিশোধ করতে হয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে মোটের উপর আমাদের ১০/১৫ হাজার ডলার সাশ্রয় হয়েছে।

অতএব, সকল বিভাগের কর্মীরা নিজ নিজ বিভাগে যে দায়িত্বই পালন করেছে, এর জন্য জামা'তের সদস্যদের উচিত, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। অনুরূপভাবে, কর্মীদেরও কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, কারণ আল্লাহ্ তা'লাই তাদেরকে এই সেবা করার সুযোগ দান করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তোমরা কৃতজ্ঞ হলে আমি তোমাদের যোগ্যতা ও সামর্থ্য আরো বৃদ্ধি করব এবং আমার অন্যান্য নিয়ামতও দান করব। আল্লাহ্ তা'লা যখন لَأَزِيدَنَّكُمْ বলেন, তখন কোন বিষয়কে তিনি আর সীমাবদ্ধ রাখেন না। আল্লাহ্ তা'লা যখন দান করেন, তখন অশেষ দানে ভূষিত করেন আর সকল অর্থে মানুষকে নিয়ামতে ধন্য করেন। অতএব, মু'মিনদের রীতি হল, সকল প্রকার সফলতা লাভের পর এবং সকল ভালো বিষয়ের জন্য খোদা তা'লার দরবারে কৃতজ্ঞ হওয়া আর যেখানেই দুর্বলতা দেখবে, সেখানে খোদার করুণা ভিক্ষা চাওয়া এবং ইস্তেগফার করা।

বড় বড় ব্যবস্থাপনায় কিছু না কিছু দুর্বলতা থেকেই যায়। কিন্তু দুর্বলতা এবং ত্রুটি-বিচ্যুতিকে উপেক্ষা করে সামগ্রিকভাবে সমস্ত কাজের জন্য অতিথিদের প্রশংসার কারণে সকল কর্মীর আপন-পর সকল অতিথির প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত। যেহেতু দুর্বলতার কথা এসেই গেছে, তাই উদাহারণস্বরূপ বলছি, জলসার প্রথম দিন আতিথেয়তা বিভাগ উপস্থিতির সঠিক অনুমান করতে পারে নি। যদিও এক দিন পূর্বেই আমাকে বলা হয়েছিল যে, আমরা ২২ হাজার মানুষের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করব, এত লোকের উপস্থিতি আমরা প্রত্যাশা করছি। অথচ খাবার রান্না করা হয়েছে ২০ হাজার মানুষের জন্য। এ কারণে এই বিভাগের নিজস্ব হিসাব অনুসারে প্রায় দুই হাজার মানুষ খাবার পায় নি আর এর জন্য তারা ক্ষমাও চেয়েছেন। কিন্তু অতিথিরাও জলসা শোনার মানসে

এসেছিলেন, তাই সে দিন অথবা পরের দিনও যদি খাবারে ঘাটতি পড়ে থাকে, তাহলে অনেকেই তা হাসিমুখে মেনে নিয়েছেন আর কোন অভিযোগও করেন নি। বরং কিছু লোক তো অন্যদের সংশোধনের কারণ হয়েছেন। একজন আমাকে লিখেছেন, খাবারের জন্য দীর্ঘ লাইন ছিল। প্রথমে বলা হয়, খাবার শেষ, পুনরায় আনা হচ্ছে, অপেক্ষা করুন। কিন্তু দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করার পর বলা হয়, খাবার শেষ হয়ে গেছে, এখন আর আসবে না। তিনি বলেন, একথা শুনে ব্যবস্থাপনার উপর আমার খুব রাগ হচ্ছিল, আমি খুবই রাগান্বিত ছিলাম। ঠিক তখনই তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা এক ব্যক্তি বলেন, আলহামদুলিল্লাহ্, খাবার শেষ হয়ে গেছে। আমি তাকে বলি, এ কী বলছেন আপনি? সেই ব্যক্তি বলেন, আমার কাছে শুকনো রুটির কয়েকটি টুকরো আছে। আসুন, এখন আমরা এগুলো পানিতে ভিজিয়ে খেয়ে নেই। যদি খাবার পেতাম, তাহলে আমাদের জন্য এ সুন্নত পালন করা সম্ভব হতো না। চলুন! আজ আমরা এই সুন্নতের উপরও আমল করি। সেই পত্র লেখক আমাকে লিখেছেন, একথা শুনে আমার রাগই শুধু দূর হয় নি, বরং আমি এ কথা ভেবে লজ্জিত হই, কেন আমি রাগ করলাম। পরে এ বিষয়টি ভেবে আমি আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ি, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা'তকে আল্লাহ্ তা'লা কত উন্নত চরিত্রের মানুষ দান করেছেন।

অতএব, ব্যবস্থাপনারও উচিত এ সব অতিথির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, যারা এত উন্নত আচরণ প্রদর্শন করেছেন। এবার ব্যবস্থাপনার পক্ষ থেকে একটি ভালো দিক সামনে এসেছে আর তা হল, নিজেদের দুর্বলতার কথা গোপন রাখার পরিবর্তে সেগুলোর প্রতি তারা দৃষ্টি রেখেছেন এবং তা প্রকাশও করেছেন। কিন্তু এতটা করাই যথেষ্ট নয়, বরং জলসার ব্যবস্থাপনার কাছে যে রেড বুক বা লাল খাতা আছে, তাতে এখন আপনারা এ সব কিছুই লিপিবদ্ধ করুন এবং ভবিষ্যতের জন্য আরো সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন করুন। একইসাথে আমি আরো বলতে চাই, এখন মনে হচ্ছে, বাহ্যত এ জায়গায় সর্বোচ্চ ১৮/১৯ বা ২০ হাজার মানুষের সঙ্কুলান হওয়া সম্ভব, এর বেশি নয়। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামা'ত এখন বড় হচ্ছে। কাজেই, স্থানীয় জামা'তকে এখন আরো বড় জায়গার কথা চিন্তা করা উচিত। অথবা অন্ততপক্ষে কখনো যদি আমাকে জলসায় আনতে চান, তাহলে এ জায়গা আর কোনক্রমেই যথেষ্ট নয়, তাই এ সম্পর্কে অবশ্যই চিন্তা করুন।

ব্যবস্থাপনা নিজেদের যে সব দুর্বলতার কথা প্রকাশ করেছেন, তা আমি জানিয়ে দিচ্ছি। এগুলোর মধ্য থেকে কোন কোন বিষয়ের অভিযোগ পূর্বেই আমার কাছে করা হয়েছিল, তাই তা সঠিকই হবে। এছাড়া যদি আরো কোন অভিযোগ বা পরামর্শ থাকে, তাহলে লোকেরা তা নিজেও ব্যবস্থাপনাকে লিখিতভাবে জানাতে পারে, ভবিষ্যতে যেন আরো উত্তম ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়।

তারা প্রথম যে কথাটি লিখেছেন তা হল, আরব অতিথিদের খাবারের মান সম্পর্কে অভিযোগ এসেছে, তাদের খাবারে ঝাল বেশি ছিল, যা তাদের রুচি সম্মত ছিল না। কাজেই, এই অভিযোগ দূর করতে হবে। এরপর তারা খাবারের স্বল্পতার কথা উল্লেখ করেছে, যা আমি পূর্বেই আপনাদেরকে বলেছি। এরপর পুরুষদের খাবার এক ঘন্টা বিলম্বে পৌঁছেছে। প্রথম কথা হল, দূরত্ব অনেক বেশি। খাবার এখানে (অর্থাৎ, পীস ভিলেজে) রান্না করে ত্রিশ কিলোমিটার দূরে নিয়ে যেতে হয়, এরপরও খাবারের ট্রাক ভুলবশত পুরুষদের অংশের পরিবর্তে মহিলাদের অংশে চলে যায়, যার ফলে পুরুষদেরকে কষ্ট সহ্য করতে হয়। যাহোক, পুরুষদের কিছুটা কষ্ট হলেও কোন অসুবিধা নেই। মহিলা এবং শিশুদের ক্ষুধার্ত রাখা উচিত নয়। এ দিক থেকে ভালো হয়েছে যে, খাবারের ট্রাক সেখানে চলে গেছে।

ব্যবস্থাপনা আরো বলেছেন, খাবার রান্নার ক্ষেত্রে রাঁধুনীর স্বল্পতা ছিল। এটি পূর্ণ করা জামা'তের কাজ। জামা'তের মাঝে কর্মী বাহিনীর কোন অভাব নেই। ব্যবস্থাপনাকে শুধু এটি দেখতে হবে যে, নিজেদের পছন্দের লোক নয়, বরং সেবার প্রেরণায় সমৃদ্ধ মানুষকে আমাদের নিতে হবে। অতএব, এমন মানসিকতায় পরিবর্তন আনুন। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে সেবার প্রেরণায় সমৃদ্ধ কর্মী আহমদীয়া জামা'তে অনেক আছে। জলসা গাহের শৌচাগারসমূহ ব্যবহারের জন্য মানুষকে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছে। এ সম্পর্কে মানুষের অভিযোগও রয়েছে

আর ব্যবস্থাপনাও তা অনুভব করেছে। বরং আমার কাছেও কিছু অভিযোগ এসেছে। আর তাতে বলা হয়েছে, শুধু অপেক্ষাই করতে হয় নি, বরং অসুস্থ এবং অন্য অনেক মানুষকে অত্যন্ত কষ্টদায়ক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। আর একদিন পূর্বে আমি বিশেষভাবে এ সম্পর্কে তাদের জিজ্ঞেসও করেছিলাম, এর সঠিক ব্যবস্থা রয়েছে কি-না? আমাকে যা বলা হয়েছিল, সে অনুসারে আমার মনে হয়, সঠিক ব্যবস্থা ছিল না। যাহোক, ভবিষ্যতে সেখানে যদি স্থায়ী ব্যবস্থা না-ও থাকে, তাহলে সাময়িক ব্যবস্থা করতে হবে।

এছাড়া লঙ্গরখানা বা পাকশালায় অডিও-ভিডিওর ব্যবস্থা ছিল না, এটি ব্যবস্থাপনার ত্রুটি। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা, যেসব কর্মী জলসা শুনতে জলসা গাহে যেতে পারে না, তাদের জন্যেও জলসা শোনার ব্যবস্থা থাকা উচিত। তারা আরো জানিয়েছেন, পুরুষদের অংশের পিছনের দিকে আওয়াজ স্পষ্ট ছিল না। কিন্তু আমার খুতবা বা বক্তৃতার সময় আমাকে বলা হয়েছিল, আমার বক্তৃতার আওয়াজ খুব স্পষ্ট ছিল। আমাকে যা বলা হয়েছে, তা যদি ভুল হয়, তাহলে যারা পিছনে বসেছিলেন, তাদের উচিত আমাকে জানানো। কেননা, আমার জানামতে প্রথমে আওয়াজ ঠিক ছিল না। পরবর্তীতে আমাদের কয়েকজন কর্মী তা ঠিক করার চেষ্টা করেছে।

অনুরূপভাবে আরবদের জন্য অনুবাদের ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু তাদেরকে তা জানানো হয় নি। আমার সাথে কোন কোন আরবের সাক্ষাৎ হয়েছে, তারা আমাকে বলেছেন, প্রথম দিন আমরা খুতবা শুনতে পারি নি। পরের দিন তারা জানতে পেরেছেন। অথচ ব্যবস্থাপনার এতটা তো অভিজ্ঞতা থাকা উচিত যে, অনুবাদের জন্য বারবার বিভিন্ন স্থানে যেসব ভাষায় অনুবাদ হচ্ছে, সে বিষয়ে ঘোষণা করা যে, অমুক জায়গা থেকে নিজ নিজ ভাষার অনুবাদ সহায়ক যন্ত্র সংগ্রহ করুন। এছাড়াও এ কথা বোর্ডে এবং প্রবেশদ্বারেও লিখে রাখা উচিত।

এখন আমি অতিথি এবং পত্র-পত্রিকার কিছু অভিব্যক্তি বা মন্তব্য আপনাদের সামনে তুলে ধরব, যা পুনরায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রতি এভাবে আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করে যে, মানুষের হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং কীভাবে প্রভাব ফেলেন। ফলাফলের তুলনায় আমাদের প্রচেষ্টা কিছুই না।

প্রথমে আমি কতিপয় সিরিয়ান আরব আহমদী বন্ধুর অভিব্যক্তি উপস্থাপন করছি। তারা এবারই প্রথম এত বড় জলসায় অংশগ্রহণের এবং স্বাধীনভাবে ইবাদত করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। কেননা, সেখানে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত ছিল। যখন পরিস্থিতি ভালো ছিল, তখনো ইবাদতের স্বাধীনতা ছিল না। আর অবস্থার অবনতির পর তো কয়েক বছর যাবতই তারা পিষ্ট হচ্ছিলেন।

একজন আহমদী বন্ধু আহমদ দরবেশ সাহেব বলেন, এটি ছিল আমার প্রথম জলসা। জলসাগাহে প্রবেশের পর যখন যুগ খলীফার উপস্থিতি দেখলাম, তখন আমার মনে হল, আমি ইসলামে প্রবেশ করছি। তিনি বলেন, আমার জীবনে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন এসেছে আর সেই পরিবর্তনটি হল, আমার নামায পরম বিনয় এবং আকুতি-মিনতিতে ভরে গিয়েছে। অতএব, এটি সেই পরিবর্তন, যা জলসায় অংশ নেয়া প্রত্যেক আহমদীর মাঝে আসা উচিত আর তা শুধু সাময়িকভাবে নয়, বরং স্থায়ীভাবে হওয়া উচিত। তিনি বলেন, আমি সিম্পসন (Simpson) নামের একজন কানাডিয়ান অতিথিকে সাথে করে নিয়ে এসেছিলাম। তিনি স্বস্ত্রীক এসেছিলেন আর পূর্বে তিনি খ্রিষ্টান ছিলেন, এখন নাস্তিক হয়ে গেছেন। জলসায় অংশগ্রহণের পর তিনি বলেন, আমি আমার জীবনে ভালোবাসা, ভ্রাতৃত্ববোধ, শান্তি এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত এমন নিষ্ঠাপূর্ণ ও সত্য কথা কখনোই শুনি নি। এমন ইসলাম সম্পর্কে অবগত হয়ে আমি খুবই আনন্দিত। আল্লাহ্ করুন, এই আনন্দ যেন তার হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্তের কারণও হয়।

অনুরূপভাবে, এক সিরিয়ান আহমদী আলহাজ্ব আব্দুল্লাহ্ সাহেব বলেন, জলসা সালানার তিন দিন এমন ছিল, যা সারা জীবনেও ভোলা সম্ভব নয়। পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট জামা'তের হাজার হাজার মানুষ এবার সর্বোত্তম ব্যবস্থাপনাসহ কানাডায় সমবেত হয়েছিলেন। তিনি আরো বলেন, জলসার ব্যবস্থাপনা, অভ্যর্থনা এবং প্রতিটি প্রয়োজনীয় জিনিসের প্রতুলতা, এমনকি বাচ্চাদের খেলাধূলার ব্যবস্থাসহ বিভিন্ন আয়োজন করা, এক কথায় অসাধারণ ছিল। জলসার পরিবেশ ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ববোধের চেতনায় সমৃদ্ধ ছিল। হাজার হাজার মানুষকে ডাকা, তাদের পরিবহন এবং খাবারের ব্যবস্থা করা, এটি একটি অসাধারণ বিষয়। তিনি আরো বলেন, বিভিন্ন

বক্তৃতা এবং সেগুলোর অনুবাদ করা আর অনুবাদের বিভাগও অনেক ভালো ছিল। তিনি বলেন, আমি সাংবাদিকদের একটি দল এবং একটি মুসলমান পরিবারকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম, তারা সবাই জলসার উন্নত ব্যবস্থাপনা দেখে বিস্মিত হয়েছেন। বিশেষ করে, আমার শেষ দিনের বক্তৃতা তারা খুব পছন্দ করেছেন। আর নিজেদের ইমামের প্রতি আহমদীদের ভালোবাসা এসব অতিথির জন্য অত্যন্ত বিস্ময়কর বিষয় ছিল।

অনুরূপভাবে, আব্দুল কাদের সাহেব বলেন, আমি প্রথমবার দেখলাম, জলসার ব্যবস্থাপনা কত ব্যাপক হয়ে থাকে আর প্রতিটি কর্মী কোন প্রকার হৈচৈ ও সমস্যা সৃষ্টি ছাড়াই মৌমাছির মত কাজ করতে থাকে। খিদমতের জন্য সবাই সুযোগ খুঁজছিল। বিশেষ করে, যখন তারা বুঝতে পারত আমি একজন আরব, তখন তারা আমার সাথে অসাধারণ শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করত।

এরপর একরীম মোস্তফা সাহেবা বর্ণনা করেন, এত বড় জনসমাগম সত্ত্বেও জলসা খুবই সুশৃঙ্খল ছিল। সেই আধ্যাত্মিকতাকে আমি সবচেয়ে বেশি অনুভব করেছি, যার বহিঃপ্রকাশ মানুষের চেহারায় প্রকাশ পাচ্ছিল। খোদা করুন, এই আধ্যাত্মিকতা যেন সর্বদা দৃষ্টিগোচর হতে থাকে। আমরা সেসব লোকের প্রতি কৃতজ্ঞ, যারা জলসার এই সফল আয়োজন, বক্তৃতার অনুবাদ এবং অন্যান্য কাজে অংশ নিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমাদের আধ্যাত্মিকতায় অনেক উন্নতি সাধিত হয়েছে।

এরপর সালমা জুবিলী সাহেবা বলেন, জলসার শৃঙ্খলা এবং ব্যবস্থাপনা দেখে বলা যেতে পারে, জামা'ত এক দেহের মত ঐক্যবদ্ধ এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সুগঠিত। আমরা পরিবহন বিভাগের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই, যারা আমাদেরকে জলসায় আনা-নেয়ার সুব্যবস্থা করেছেন। জলসায় বিভিন্ন দেশ, জাতি এবং বর্ণের মানুষ সমবেত হয়ে শুধু একটি লক্ষ্য অর্জনের জন্যই কাজ করছিলেন আর তা হল, ইসলাম এবং শান্তির বাণী পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছানো।

হোসাইন আবেদীন সাহেব বর্ণনা করেন, জলসা সালানায় অতিবাহিত মুহূর্তগুলো আমার জীবনের সবচেয়ে আকর্ষণীয় মুহূর্ত ছিল। আমি টেলিভিশনে বিভিন্ন জলসা দেখতাম এবং দোয়া করতাম, হে আল্লাহ্! কখনো আমিও যদি যুগ খলীফার সাথে জলসায় যোগদানের সুযোগ পেতাম। কিন্তু আমি জানতাম না, আমার এ দোয়া এত দ্রুত গৃহীত হবে এবং আমি যতটা চেয়েছি, তার চেয়ে বেশি আল্লাহ্ তা'লা আমাকে দান করবেন। জলসা সালানায় আমি মঞ্চের সামনে বসেছিলাম। এমতাবস্থায়, সেই কঠিন দিনগুলোর যন্ত্রণাদায়ক মুহূর্তের চিত্র আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল, যে কঠিন পরিস্থিতি আমি সিরিয়া এবং তুরস্কে অতিবাহিত করেছি। তখন আমার হৃদয় খোদার কৃতজ্ঞতায় ভরে যায় এবং আমি বলি, এক ছিল সেই যন্ত্রণাদায়ক দিন আর এই হল আজকের এ দিন, যে দিন আমি যুগ খলীফার সামনে বসে আছি। এটি খোদা তা'লার কৃপা ছাড়া আর কিছুই নয়।

একজন সিরিয়ান বন্ধুর নাম ফারায সাহেব। তিনি বলেন, এবারই প্রথম আমি জামা'তের কোন জলসায় যোগদান করেছি। এত মানুষ দেখে আমি ভীতি অনুভব করি। (খুব সম্ভব অনুবাদক ভীতি শব্দটি লিখেছেন, আসলে তিনি বিস্মিত ছিলেন আর আমার ধারণা ভালোবাসাপূর্ণ শব্দই তিনি ব্যবহার করেছেন।) আর এরা শুধু কানাডারই নন, বরং বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসেছেন। এছাড়া তারা কোন এক জাতির সাথেও সম্পর্কযুক্ত নন, বরং বিভিন্ন বর্ণ ও জাতির সাথে তাদের সম্পর্ক ছিল। একইভাবে, জলসায় আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, উন্নত ব্যবস্থাপনা এবং বিভিন্ন বিষয়ে কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা উপস্থিত লোকদের মেনে চলা ও আনুগত্য প্রদর্শন করা, সত্যিই ঈমান উদ্দীপক বিষয় ছিল। আমার জন্য সবচেয়ে আনন্দায়ক বিষয় ছিল, খলীফাতুল মসীহ্‌র উপস্থিতি এবং তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতা, যা থেকে আমি তিন দিনই কল্যাণমন্ডিত হয়েছি।

যাহোক, এই ছিল এমন কয়েকজন আহমদীর ভাবাবেগের বহিঃপ্রকাশ, যারা নতুন ও পুরাতন আহমদী এবং সিরিয়া থেকে পরিস্থিতির শিকার হয়ে হিজরত করে এখানে এসেছেন।

এখন কিছু অ-আহমদীর অভিব্যক্তিও আমি তুলে ধরছি। এদের মাধ্যমেও জামা'তের পরিচিতি এবং তবলীগের পথ উন্মোচিত হয়।

জার্মান কনসুলেট আমার সাথে সাক্ষাতের জন্য এখানে এসেছিলেন। তিনি বলেন, চার সপ্তাহ পূর্বে আমি এখানে এসেছি। তিনি জামা'তের সাথে খুব একটা পরিচিত নন। বিভিন্ন দেশে তিনি কাজ করেছেন। তিনি বলেন, ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে এমন পরিপূর্ণ শিক্ষা সম্বলিত বক্তৃতা আমি আজ পর্যন্ত শুনি নি (তিনি আমার শেষ বক্তৃতাটি শুনেছিলেন)। আমি দেখেছি, আপনার দৃষ্টিভঙ্গী খুবই ইতিবাচক। তিনি আমার সম্পর্কে বলেন, প্রকৃত ইসলামকে আপনি তুলে ধরেছেন, যা শান্তি, ন্যায়বিচার এবং ভালোবাসার শিক্ষা দেয়। প্রতিটি শব্দে সত্য ফুঁটে উঠছিল। হায়! পৃথিবীর প্রচার মাধ্যমগুলো ইরাকের বাগদাদী এবং আইসিসের অপপ্রচার উপস্থাপনের জন্য যতটা সময় ব্যয় করে, তা যদি এই শান্তির দূতের জন্য ব্যয় করত, তাহলে পৃথিবীতে সত্যিকার অর্থেই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতো। তিনি বলেন, তাঁর প্রতিটি বাক্য সত্য-ভিত্তিক ছিল আর পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তাতে এক বেদনা ছিল। যতটা সম্ভব আমি এ বাণী প্রচার করব। এভাবে অ-আহমদীরাও আল্লাহ্‌র কৃপায় আমাদের দূত হিসেবে কাজ করেন।

জুডি সাহেবা নামের একজন সাংসদ, তাকে স্থানীয় আহমদীরা চেনেন। তিনি বলেন, তোমাদের খলীফা পরিস্থিতি অনুসারে তোমাদের উপর একটি গুরু দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন আর তা হল, 'ভালোবাসা সবার তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে'- এই বাণী পৃথিবীময় প্রচার করা। আর তার চেয়েও বড় দায়িত্ব হল, মুসলমান ও অমুসলমান সবাই যেন ভালোবাসার ভিত্তিতে সম্পর্ক সুদৃঢ় করে এবং ইনসাফ তথা ন্যায়-বিচার ও নিরপেক্ষতার সাথে কাজ করে। যদি এমনটি না হয়, তবে ৩য় বিশ্বযুদ্ধ হবে আর এটি সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হচ্ছে। সাধারণ জনতা এবং রাজনীতিবিদ, উভয় পক্ষকেই সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে, যার ফলে পৃথিবীতে শান্তি এবং নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হবে। তিনি বলেন, আমাদের মুসলমান ও অমুসলমান সবাইকে এ বাণী অন্যের কাছে পৌঁছাতে হবে, মানুষ যেন বুঝতে পারে, উগ্রপন্থী দলগুলোর অপকর্মের সাথে ইসলামের কোনই সম্পর্ক নেই। চরমপন্থী এই মানুষগুলো তাদের হীণ স্বার্থ চরিতার্থের উদ্দেশ্যেই অন্যদের দুর্নাম করছে।

সেভেন্থ ডে এভেঞ্জেলিষ্ট (Seventh-Day Evangelist) চার্চের সাথে সম্পর্ক রাখেন, এমন একজন অতিথি এসেছিলেন। তিনি বলেন, আজ আমার হৃদয় অত্যন্ত আনন্দিত, কেননা খলীফাতুল মসীহ্ তাঁর বক্তৃতায় শান্তি এবং নিরপত্তা সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। এখন মানুষের উচিত আহমদীয়া জামা'তকে চেনা এবং আহমদীয়া জামা'ত যে কাজ করছে, তা জানা। প্রচার মাধ্যমগুলো যাদেরকে মানুষের সামনে উপস্থাপন করে, তারা মুসলমান নয়। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা তো অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ।

বেলীয থেকে সেখানকার একজন স্থানীয় মেয়র এসেছিলেন। তিনি যুক্তরাজ্যেও এসেছিলেন। তিনি বলেন, আপনার বক্তৃতা আমার উপর সুগভীর প্রভাব ফেলেছে। আন্তর্জাতিক বিষয়ের উপর আপনি যেভাবে আলোকপাত করেছেন, তা শুনে আমি বুঝতে পেরেছি, খলীফাতুল মসীহ্ শুধু আহমদীদের জন্যই দিক-নির্দেশনা বা হিদায়াতের কারণ নন, বরং তিনি সমগ্র বিশ্বকে সঠিক পথের দিশা দিতে পারেন। খলীফাতুল মসীহ্ তাঁর বক্তৃতায় যেসব কথা বলেছেন, তা আমি কখনোই ভুলতে পারব না।

আরেকজন অতিথি হলেন, এখানকার স্থানীয় মেয়র মহোদয়। জামা'তকে তিনি এই বার্তা দিচ্ছেন যে, আমাদের জন্য এটি একটি বিশেষ মুহূর্ত, কেননা, আমরা এ বাণী প্রাপ্ত হয়েছি যে, ধর্মীয় ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে আমাদের আধ্যাত্মিকতায় উন্নতি করতে হবে এবং সবার সাথে উত্তম আচরণ প্রদর্শন করতে হবে। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, খলীফা আপনাদেরকে বলেছেন, **'পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা কর।'** আমাদের সবার উচিত, আমরা যেন আমাদের দায়িত্ব এবং নিজেদের ভূমিকা পালন করি।

ব্রাম্পটন (Brampton) থেকে আগত একজন অতিথি বলেন, আমার জন্য জলসায় শুধু একটি বার্তাই ছিল আর তা হল, শান্তি প্রতিষ্ঠা কর।

আরেকজন অতিথি, যিনি আমার সমাপনী বক্তৃতা শুনেছেন। তিনি বলেন, এটি একটি বিস্ময়কর বক্তৃতা ছিল। আমার কাছে সে অনুভূতি প্রকাশের কোন ভাষা নেই।

একজন মহিলা সাংসদ ইয়াসমিন আতনাসী সাহেবা বলেন, মহিলাদের উদ্দেশ্যে প্রদানকৃত বক্তৃতায় খলীফার বার্তা আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে। বিশেষ করে এ কথাটি যে, একজন মা একটি পরিবারের ভিত্তি হয়ে থাকেন এবং পুরো সমাজকে তিনি দৃঢ়তা দান করেন।

একজন ভদ্র মহিলা ম্যারি লিন সাহেবা বলেন, এটি আমার নবম জলসা। তথাপি আমি আপনাদের খলীফার বক্তৃতা শোনার জন্য ব্যাকুল ছিলাম এবং অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছিলাম। তিনি আরো বলেন, এখানে আমি সবাইকে পরস্পরের সাথে শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করতে দেখেছি এবং সবাই এই জলসার গুরুত্বও অনুধাবন করছিল। নিরাপত্তা ব্যবস্থাও খুবই উন্নত ছিল, সাউন্ড সিস্টেমও ভালোভাবে কাজ করছিল এবং ভিডিও মনিটরও উন্নতমানের ছিল। অনুবাদের জন্য হেড ফোনের ব্যবহার দেখে আমি আনন্দিত ছিলাম। কেননা, এছাড়া আমাদের জলসায় আগমনের উদ্দেশ্য সফল হতো না এবং আহমদীয়া জামা'তের ইমামের কথা বুঝতে পারতাম না। তিনি বলেন, অতিথিদের সাথে যথারীতি আপনারা অনেক নম্র ও শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করে থাকেন, যদিও আমরা সবাই এর যোগ্য নই। এ জন্য আমরা আপনাদের প্রতি খুবই কৃতজ্ঞ। হাজার-হাজার আহমদীকে শান্তি এবং ভালোবাসার চেতনায় সমৃদ্ধ দেখে আমরা খুবই প্রভাবিত। এ দৃশ্য ইউরোপ এবং আরবে বিরাজমান অনৈতিকতার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। জলসায় উপস্থিত লোকদের ঐকতান দেখে আমি সত্যিই অভিভূত।

আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ ও কৃপায় জলসা সালানায় আগত অতিথিবৃন্দ ভালো অনুভূতি নিয়েই ফিরে যান। বহির্বিশ্ব থেকেও কিছু অতিথি এসেছিলেন। দু'একজনের কথা আমি উল্লেখ করেছি। তারা খুব ভালো অনুভূতি বা প্রভাব নিয়ে ফিরে গেছেন। বিশেষ করে দক্ষিণ আমেরিকা এবং মধ্য আমেরিকার মানুষ আমাদের এ জলসায় যোগদানের জন্য এসে থাকেন। আর তারা যখন জলসার পরিবেশ দেখেন, তখন তাদের মাঝে থাকা ইসলাম সম্পর্কিত ভ্রান্ত ধারণাগুলো দূর হয়ে যায়। এসব দেশে আমাদের জামা'ত যেহেতু সদ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাই সেখানে অল্প কিছু আহমদী রয়েছে, যারা মাত্র কয়েক বছর অর্থাৎ দু'তিন বছর পূর্বে বয়আত করছেন এবং নতুন জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অতএব, তাদের বিভিন্ন সমস্যারও সম্মুখীন হতে হয়। কাজেই, উচ্চপদস্থ কিছু কর্মকর্তার জলসায় যোগদানের কারণে এবং প্রকৃত সত্য প্রত্যক্ষ করার ফলে সেখানে আমাদের কাজ সহজ হয়ে যায় এবং তাদের সহযোগিতাও পাওয়া যায়। এ সব দেশের বেশির ভাগ মানুষ যুক্তরাজ্যের জলসায় আসে। কিন্তু এখানেও কিছু মানুষ এসেছিলেন। অতএব, এ দৃষ্টিকোণ থেকেও জলসা তবলীগের পথ সুগম করে। মোটকথা, জলসা সালানা আমাদের নিজেদের জন্য আধ্যাত্মিক উন্নতির সুযোগ সৃষ্টি করার পাশাপাশি অ-আহমদীদের জন্যও জামা'তের সাথে পরিচিত হওয়ার এবং সম্পর্ক দৃঢ় করার কারণ হয়। এর ফলে ইসলামের প্রকৃত চিত্র সম্পর্কে পৃথিবীর মানুষ অবহিত হয়।

কিছুকাল থেকে মুসলমান দেশসমূহে বিরাজমান পরিস্থিতি এবং এ কারণে পৃথিবীর যে চিত্র সামনে আসছে, তা প্রচার মাধ্যমের দৃষ্টিকেও আহমদীয়া জামা'তের প্রতি আকৃষ্ট করেছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে প্রথম কথা হল, এটি খোদা তা'লার অপার কৃপা যে, তিনি তাদের মনোযোগ এদিকে আকৃষ্ট করেছেন। কেননা, আগে তো ডাকা সত্ত্বেও তারা আসতো না। তথাপি আমাদের যুবকদেরও এ ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রয়েছে, যারা প্রচার মাধ্যমের সাথে সম্পর্ক উত্তরোত্তর দৃঢ় করছে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তারা বৃহত্তর পরিসরে যোগাযোগ স্থাপন করেছে। কানাডার মিডিয়া টীম, যাদের সংখ্যাগরিষ্ঠই যুবক শ্রেণী, তারা কঠোর প্রশ্রম করে প্রেস এবং প্রচার মাধ্যমের সাথে যোগাযোগ দৃঢ় করেছে। আমার ধারণা ছিল না যে, কানাডাতেও আমাদের যুবকেরা এতটা সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। এখানে এসে দেখার পরই আমি জানতে পেরেছি, মাশাআল্লাহ্! আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় যুবকেরা কঠোর পরিশ্রম করছে। অধিকাংশ লোককে আমি এ ক্ষেত্রে কাজ করতে দেখেছি। অতএব, এটিও এক প্রকার তবলীগ, যা প্রচার মাধ্যমের সুবাদে আমাদের যুবকেরা করে চলেছে। তাদের মাঝে অনেক উৎসাহ ও উদ্দীপনা বিরাজমান। অনেক বড় বড় পত্রিকা এবং টিভি ও রেডিও চ্যানেলের সাথে তারা যোগাযোগ করেছে। কোন কোন চ্যানেল বেশ ভালো সাড়া দিয়েছে, আবার কোন কোন চ্যানেলের কর্তৃপক্ষ বলেছে, ধর্মের প্রতি আমাদের কোন আগ্রহ নেই,

তাই তোমাদের জলসার সংবাদ আমরা প্রচার করতে পারব না বা তোমাদের খলীফা আসলেও তা নিয়ে আমাদের কোন মাথা ব্যথা নেই। কাজেই, আমরা কভারেজ দিতে পারব না। এ কথা শুনে যুবকেরা কিছুটা উৎকণ্ঠাও বোধ করেছে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লাও তাদের ঈমানকে দৃঢ় করার দৃশ্য প্রদর্শন করেন এবং তাদের ঈমানকে আরো মজবুত করার উপকরণ সৃষ্টি করেন। যেমন, একটি পত্রিকা বা টিভি চ্যানেলের সাথে যোগাযোগ করা হলে তারা অনাগ্রহ প্রদর্শন করে। এক সিরিয়ানও উল্লেখ করেছেন, আমি সাংবাদিক নিয়ে এসেছি। সম্ভবত এটিই সেই সাংবাদিক টীম, যাদের সম্পর্কে সেই যুবক চাচ্ছিল যে, এই চ্যানেল যেন অবশ্যই তাদের প্রতিনিধিকে জলসায় পাঠায়, যদ্বারা আহমদীয়াত এবং ইসলামের সঠিক বাণী ও পয়গাম জাতির কর্নগোচর হয়। কাজেই, যেমনটি আমি বলেছি, আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় কাজ করে থাকেন, সম্ভবত এই চ্যানেলটি সিরিয়ান শরণার্থীদের উপর কোন প্রামান্য চিত্র প্রস্তুত করার চেষ্টা করছিল। তাই তারা যখন সিরিয়ান শরণার্থীদের সন্ধানে বের হয়, তখন ঘটনাচক্রে বা বলা উচিত খোদা তা'লার ইচ্ছা বা বিধাতার অমোঘ সিদ্ধান্ত অনুসারে যেসব সিরিয়ানের সাথে তাদের যোগাযোগ হয়েছে, তারা আহমদী ছিলেন। তারা সাংবাদিকদের বলেন, আমাদের জলসা হচ্ছে, সেখানে আসুন, সব কিছু সেখানেই জানতে পারবেন আর সেখানেই কথা হবে। অতএব, এভাবে সেই প্রচার মাধ্যমকেও আসতে হয়েছে, যারা পূর্বে আসতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। যাহোক, আল্লাহ্ তা'লা কোন না কোন মাধ্যমে বৃহত্তর পরিসরে জামা'তকে পরিচিতি দান করছেন। আর আজকাল পৃথিবীতে প্রচার মাধ্যমের যে ভূমিকা, তাতে আহমদীয়া জামা'ত ব্যাপকভাবে পরিচিতি লাভ করছে। এক্ষেত্রে যে সব আহমদী স্বেচ্ছাসেবক চেতনা নিয়ে কাজ করে চলেছেন, তাদেরকেও আমি বলব, তারা যেন আরো অধিক পরিশ্রম ও বিনয়ের সাথে এই কাজকে এগিয়ে নিয়ে যান। সর্বদা এই প্রকৃত সত্যটি স্মরণ রাখবেন, খোদার কৃপা সব সময় আমাদের সাথী হয়ে থাকে আর সর্বদা সেই কৃপাই অন্বেষণ করা উচিত।

পত্র-পত্রিকা, রেডিও এবং টেলিভিশনসহ প্রচার মাধ্যমের কতিপয় প্রতিনিধি জলসার প্রথম দিন অর্থাৎ, জুমুআর দিন এসেছিল, ছোট্ট একটি সংবাদ সম্মেলনও হয়েছে, তারা আমার ইন্টারভিউ নিয়েছে, এরও ভালো কভারেজ দেয়া হয়েছে। সেখানে জামা'তের পরিচিতি এবং ইসলামের সত্যিকার শিক্ষা তুলে ধরা হয়েছে। আমি তাদেরকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বাণী পৌঁছে দিয়েছি। আমার চেষ্টা থাকে, তারা যে প্রশ্নই করুক না কেন, তা চলমান পরিস্থিতি সংক্রান্ত কথা হোক বা আহমদীয়া জামা'ত সম্পর্কিত কোন প্রশ্ন, আমি সেটিকে কোন না কোন ভাবে মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমনের সাথে সম্পৃক্ত করে দেই, যেন ইসলামের প্রকৃত চিত্র সম্পর্কে তারা অবহিত হতে পারে।

যাহোক, প্রচার মাধ্যম জলসার যে কভারেজ দিয়েছে, তার সারসংক্ষেপ হল, কানাডার সবচেয়ে বড় তিনটি পত্রিকা 'টরেন্টো স্টার', 'দি গ্লোব এন্ড মেইল' এবং 'ন্যাশনাল পোষ্ট' ফলাও করে জামা'তের সংবাদ প্রচার করেছে। স্থানীয় জামা'তের ধারণা অনুসারে ৩.৯ মিলিয়ন বা ৩৯ লাখ মানুষ পর্যন্ত এ বাণী পৌঁছেছে। এই তিনটি বড় পত্রিকা ছাড়াও ২৫-এর অধিক অন্যান্য বড় পত্রিকার মাধ্যমে পাঁচ লক্ষাধিক মানুষ পর্যন্ত এ বাণী পৌঁছেছে। উর্দূর ৮টি, পাঞ্জাবীর ১০টি, স্পেনিশ, আরবি এবং বাংলা ভাষার ৩টি করে পত্রিকার মাধ্যমে ৩ লক্ষাধিক মানুষের কাছে সংবাদ পৌঁছেছে। কানাডার সবচেয়ে বড় রেডিও স্টেশন '680 News'-এর মাধ্যমে ২.৫ মিলিয়ন বা ২৫ লক্ষ শ্রোতার কাছে জলসার সংবাদ পৌঁছেছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, যাতে টুইটার, ইনস্টাগ্রাম, ফেইসবুক এবং পেরিস্কোপ অন্তর্ভুক্ত, এগুলোর মাধ্যমে তাদের মতে প্রায় ২০ লক্ষাধিক মানুষের কাছে বার্তা পৌঁছেছে। সি টিভি, গ্লোবাল টিভি, সিটি টিভি, রোজেস টিভি এবং সিবিসি সহ ১৬টির অধিক প্রধান টেলিভিশন চ্যানেল জলসার বক্তৃতার বরাতে সংবাদ প্রচার করেছে। তাদের মতে, এর মাধ্যমে ২৫ লক্ষ মানুষ পর্যন্ত সংবাদ পৌঁছেছে। উর্দূ, পাঞ্জাবী, বাংলা, ঘানীয়ান এবং অন্যান্য ভাষায় টেলিভিশনে জলসার সংবাদ ১ লক্ষ মানুষ পর্যন্ত পৌঁছে থাকবে। যাহোক, মোটের উপর টেলিভিশনের কল্যাণে ৬.৬ মিলিয়ন বা ৬৬ লাখ মানুষ পর্যন্ত, পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে ২.৮ মিলিয় বা ২৮ লক্ষ মানুষ পর্যন্ত, রেডিও-র মাধ্যমে ৩.৫ মিলিয়ন বা ৩৫ লক্ষ মানুষ পর্যন্ত এবং সোস্যাল মিডিয়ার

মাধ্যমে ২.৮ মিলিয়ন বা ২৮ লক্ষ মানুষ পর্যন্ত সংবাদ পৌঁছেছে। মোটের উপর তাদের ধারণা হল, ১৬ মিলিয়ন বা ১ কোটি ৬০ লক্ষ মানুষ পর্যন্ত এ বার্তা পৌঁছেছে। খুব সাবধানতার সাথেও যদি ধরা হয়, তবুও অন্তত পক্ষে ১০ মিলিয়ন বা ১ কোটি মানুষ পর্যন্ত জামা'তের পরিচিতি ও বার্তা জলসার বরাতে পৌঁছে থাকবে। প্রচার মাধ্যমে আমি যে সব খবর দেখেছি এবং শুনেছি, তারা খুবই সততার সাথে জামা'ত এবং জলসা ও আমাদের শিক্ষা সংক্রান্ত সংবাদ প্রচার করেছে।

অতএব, এটি আল্লাহ্ তা'লার কাজ, যা তিনি করে চলেছেন। অর্থাৎ, বিশ্ব দরবারে জামা'ত পরিচিত হচ্ছে। কিন্তু একই সাথে এটি আমাদের দৃষ্টি ও মনোযোগ যে দিকে আকর্ষণ করে, তা হল, এ সব দেখে কেবল আত্মপ্রসাদ নিলেই চলবে না, বরং আমাদের আধ্যাত্মিক অবস্থার উন্নতি সাধন এবং আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করতে হবে। প্রত্যেক সেই বিষয় অপছন্দ করা উচিত, যা আল্লাহ্ তা'লা অপছন্দ করেন আর প্রত্যেক সেই কাজ করা উচিত, যা করার জন্য আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা যদি সেবা করার সুযোগ দিয়ে থাকেন, সেটিকে খোদার কৃপা জ্ঞান করুন। সকল পদধারী কর্মকর্তা এবং সেবক তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করুন। আর জলসায় অংশগ্রহণকারী সকল শ্রোতা আত্মজিজ্ঞাসা করে দেখুন! জলসায় যা কিছু শুনেছি, সেগুলোকে আমরা নিজেদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ বা বৈশিষ্ট্য করে নেয়ার চেষ্টা করছি কি-না? এছাড়া এর প্রতি দৃষ্টি রাখুন, কীভাবে পুণ্যের উপর স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকা যায় এবং এ উদ্দেশ্যে চেষ্টা অব্যাহত রাখা যায়। আর এটি যেন সাময়িক কৃতজ্ঞতা না হয়ে খোদার প্রতি সত্যিকার কৃতজ্ঞতা হয়।

অতএব, এ বিষয়টিকে সর্বদা দৃষ্টিগোচর রাখুন। আর এর কল্যাণেই আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় কৃপাবারির মাত্রা বর্ধিত করেন এবং স্বীয় অপার দানে ভূষিত করেন। এমন প্রত্যেক আহমদীকে আল্লাহ্ তা'লা এসব কথা মেনে চলার তৌফিক দিন, যারা সত্যিকার অর্থেই আল্লাহ্ তা'লাকে চেনে এবং তাঁর সাথে দৃঢ় সম্পর্ক রাখে।

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনূদিত।